Ujagar- Prabandho – Others – Bidyasagar- Je Humanist Italian Renaissance Swapneo Dhekheni – Sakthisadhan Mukhopadhyay

উজাগর - বিদ্যাসাগর -যে হিউম্যানিস্ট ইতালীয় রেনেসাঁস স্বপ্নেও দেখেনি - শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয় লগ্নে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইয়োরোপে যে সাংস্কৃতিক জাগরণ দেখা দিয়েছিল তাকে অভিহিত করা হয়েছে রেনেসাঁস নামে। ব্যাপারটা প্রথম ঘটে ইতালিতে। সেই কারণে রেনেসাঁসের মাতৃভূমি ইতালি। রেনেসাঁসের আমলে ব্যক্তি প্রতিভার অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় দেখা দেয় ইউজিন গ্যারিনের ভাষায় 'নিউ টাইপ অব ম্যান'। রেনেসাঁসের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধকরেন প্রধানত দু-ধরনের মানুষ। হিউম্যানিস্ট ও আর্টিস্ট। পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে নতুন ধরনের রাজন্যক ও নবোদ্ভূত ধনিক - বিপণকদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই হিউম্যানিস্ট ও শিল্পীরা একদল তাদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে, অন্যদল রং-তুলি, ছেনি হাতুড়ি দিয়ে রেনেসাঁসের সংস্কৃতিকে অভ্যর্থনা জানান। যাঁরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে নতুন যুগের সাংস্কৃতিক (মূলত বৌদ্ধিক) দর্শনটি রচনা করেছিলেন তাঁরাই হিউম্যানিস্ট। হিউম্যানিস্টরা আপাত বিচারে প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধারমূলক কাজকর্মে নিয়োজিতপ্রাণ হলেও এটা তাঁরা করেছিলেন চলমান মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কছেদ করার প্রয়োজনে ও জীবনবাদী আধুনিক সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য। অতীতের অস্ত্রাগারে তাঁরা প্রবেশ করেছিলেন নতুন যুগকে সশস্ত্র ও শক্তিশালী করার জন্য। মধ্যযুগে রাজত্ব করেছিল 'স্কলাস্টিক' দর্শন। তার পরিবর্তে রেনেসাঁসে দেখা দিল 'হিউম্যানিজম' আখ্যাত নতুন ধরনের শিক্ষা বা জীবনদর্শন। 'স্কলাস্টিসিজম' প্রাচীন শাস্ত্র ও বিশ্বাসকে যুক্তি শোধিত করত। 'হিউম্যানিজম' শাস্ত্রকে নিয়ে এল মনুষ্যত্বকে রক্ষা করার প্রয়োজনে। মানুষকেই এখানে সমস্তকিছুর মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হল। রেনেসাঁসে এই কাজটি যাঁরা শিক্ষা বা দর্শনগতভাবে সম্পন্ন করেছিলেন তাঁরাই হিউম্যানিস্ট। 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের' মূল স্পিরিট সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণে আমাদের রেনেসাঁস -ভাষ্যকাররা রামমোহন, বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রানুগত্য নিয়ে সবিশেষ কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁরা তো শাস্ত্রকে রক্ষা করার জন্য শাস্ত্রকে আনেননি, শাস্ত্রকে এনেছেন মানবতার সমর্থনে। এটা রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের লক্ষণযুক্ত ব্যাপার। এর দ্বারা 'রেনেসাঁস ম্যান' হিসাবে রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মর্যাদা কমে না, বরং সমর্থিতহয়।

রেনেসাঁসের আমলে ইতালিতে হিউম্যানিস্ট আখ্যাত যে নতুন ধরনের মানুষ দেখা দিয়েছিলেন ঊনিশ শতকের বাংলায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই ধরনের 'নিউ টাইপ অভ ম্যান'। হিউম্যানিস্ট হিসাবে বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমাদের রেনেসাঁস - ভাষ্যকাররা যেসব কথা বলে থাকেন তাতে বক্তাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা যতটা ধরা পড়ে বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা কিন্তু ততটা নয়। রেনেসাঁস সম্পর্কে অল্পবিস্তর পড়াশুনার সূত্রে বলতে পারি বহু ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগর ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত ইতালীয় হিউম্যানিস্টদের সীমা। বুর্খহার্ডট তাঁর গ্রন্থে রেনেসাঁসে উদ্ভূত যে 'অনন্য - মানুষের' কথা বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিলেন তার পরাকাষ্ঠা।

।। শিক্ষা - বিস্তার।।

রেনেসাঁস এক অর্থে 'রিভাইভাল অব লার্নিং'। প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার। রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা গ্রীক ও লাতিন বিদ্যার চর্চায়নিরত হয়েছিলেন, শুদ্ধ অর্থে ধরলে - 'সেল্ফ কালটিভেশন' -এর জন্য; পরিবর্তমান আর্থ-সামাজিক পটভূমিকার দিক থেকে ধরলে কর্ষিত বিদ্যার কাঁচামালকে পণ্যে পরিণত করার জন্য। মানি - ইকোনমির যুগে তাঁরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধিকে বিনিয়োগ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। বিত্তের বিনিময়ে বিদ্যা - বিক্রয়ের যে প্রক্রিয়া তখন চালু হয়েছিল তাতে বিদ্যা-বিস্তারের সর্বজনীন কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। পল. এফ. গ্রেণ্ডলার রেনেসাঁসকালীন শিক্ষা-দীক্ষার চিত্র আঁকতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন - 'However universal free public education in the modern meaning of the term did not exist in the Renaissance Europe'.[১] রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্ট শিক্ষকরা নিজস্ব উদ্যোগে স্থাপিত বিদ্যালয়, ধনিক - বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত বিদ্যালয় অথবা শহর প্রশাসনের উদ্যোগে চালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতেন। সবাই ছিল শহরকেন্দ্রিক। ছাত্র ছিল মূলত অর্থবান ঘরের সন্তানরা। বিদ্যার বিনিময়ে বিত্তার্জনই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে এতদতিরিক্ত তাঁরা কিছু করেননি। উপরন্তু তাঁদের শিক্ষাদর্শনে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল লাতিন - পাঠক্রম'। 'ভার্নাকুলার - কারিকুলাম' বা মাতৃভাষায় শিক্ষাদর্শনের ব্যাপারটিকেই তাঁরা অগ্রাহ্য করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর ইতালির হিউম্যানিস্ট শিক্ষাবিদদের তুলনায় দুটি ব্যাপারে এগিয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হলেও তিনি ছাত্র ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য যা কিছু লিখেছেন সবই মাতৃভাষায়। সংস্কৃত শিক্ষার উপর তিনি যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন সবই মাতৃভাষায় শিক্ষার পথকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করার জন্য। মাতৃভাষায় সংস্কৃত - ব্যাকরণ লিখে তিনি একটা বৈপ্লবিক কাণ্ড করেন। হাজার - হাজার বছরের সংস্কৃত - শিক্ষার ইতিহাসে এ জিনিস প্রথম ঘটল। ইতালীয় রেনেসাঁসে বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট ও ভাষাবিদ লরেঞ্জো ভাল্লা যখন লাতিন ভাষার স্বপক্ষে রচনা করেছেন 'এলিগেন্সিজ অব দ্য লাতিন লাঙ্গুয়েজ', বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষার প্রবেশক শিশু - শিক্ষার্থীদের জন্য রচনা করেছেন 'বর্ণপরিচয়'। 'আলফাবেট ট্রান্সমিশন'- এর এই ভিত্তিমূলক কাজটির গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের পক্ষে এধরনের ভিত্তিমূলক কোনো কাজ ইতালির হিউম্যানিস্টরা করেননি।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনমূলক আর এক ধরনের কর্মকাণ্ডের জোরে তিনি ইতালির হিউম্যানিস্টদের অতিক্রম করেগিয়েছিলেন। সেখানে হিউম্যানিস্টরা নিজস্ফউদ্যোগে প্রাইভেট স্কুল চালাননি তা নয়, তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিত্তার্জনও। এমন শহর ছিল না ফাইলেলফো যেখানে শিক্ষকতা করেননি, কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ে তিনি ছিলেন বিদ্যার ফেরিওয়ালা। বিত্তের বিনিময়ে তাঁর মতো অনেকেই রাজন্যক, ধনিক - বণিকদের গৃহশিক্ষক হতেন। ভিত্তোরিনোর 'লা কাসা জিওকোসা'রেনেসাঁসের একটি বিখ্যাত বিদ্যালয়। মান্তুয়ার শাসক গিয়্যান ফ্রাঞ্চেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত এই বিদ্যালয়টির অভিধা ছিল 'স্কুল অব প্রিন্সেস'। ইতালির বিভিন্ন সিটি স্টেটের রাজন্যক, শাসকবর্গ, ধনিক - বণিকরা তাদের পুত্র-কন্যাদের এখানে পড়তে পাঠাতেন।[২] গুণগত মানে নয়, উদ্দেশ্যগত ব্যাপ্তিতে বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয় - প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি ছিল মহত্তর। ১৮৫৩ সালে বীরসিংহ গ্রামেঅবৈতনিক ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ৩৭ বছর ধরে তিনি একটি নর্মাল স্কুলসহ ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি (৪৩?) বালিকা বিদ্যালয় ও একটি কলেজ স্থাপন করেছিলেন। এর মধ্যে বীরসিংহের আবাসিক বিদ্যালয়টি চলত বিদ্যাসাগরের অর্থে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সব স্কুলই ছিল গ্রামে। বিত্তার্জনের লক্ষ্যে নয় শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যেই তাঁর এসব বিদ্যালয় স্থাপন। বালিকা - বিদ্যালয়গুলি সরকারী অনুমোদন থেকে বঞ্চিত হলে তিনি যেভাবে এগুলি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন তা ইতিহাস হয়ে আছে। এজন্যে কতো টাকা যে তাকে খেসারত দিতে হয়েছিল তার ঠিক - ঠিকানা নেই। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা - বিস্তারের জন্য আলাদা করে কোনো চিন্তাভাবনা ইতালির হিউম্যানিস্টরা করেননি। গাঁটের পয়সা খরচ করে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপনের তো কথাই ওঠে না। জুন - জুলাই মাসের প্রখর রৌদ্রে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে সরকারি আশ্বাস ও স্থানীয় মানুষজনের উদ্যোগকে এক সূত্রে বেঁধে তিনি যেভাবে বিদ্যালয় স্থাপন করে বেড়িয়েছিলেন ইতালির রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা বাস্তবে তো নয়ই, স্বপ্নেও কেউ এ-ব্যাপার ভেবেছিলেন - তার প্রমাণ নেই। মিস মেরী কার্পেন্টারের সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের কাজে বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়ি উল্টে বিদ্যাসাগরের মারাত্মক জখম হওয়ার ঘটনা সকলেরই জানা। ঘটনাটিকে প্রতীক তাৎপর্যে নিতে ইচ্ছে করে। বুকের পাজঁর দিয়ে দেশের মানুষের শিক্ষা বিস্তারের এই সংগ্রামের কাহিনি ইতালিতে নেই।

।। 'ম্যন অব অ্যাকশন'।।

ইতালির হিউম্যানিস্টরা ছিলেন 'ম্যান অব লেটারস, নট অব অ্যাকশন'। মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মতো শিল্পীরা অনেকে আসুরিক পরিশ্রম করলেও হিউম্যানিস্টরা এই সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন না। কাজের লোক হিসাবে খ্যাতনামা হিউম্যানিস্ট সালুতাতি-র সুখ্যাতি স্বীকার করেও (কর্ম দক্ষতার গুণে সালুতাতি-র ১৩৭৫ থেকে ১৪০৬ পর্যন্ত টানা ৩১ বছর ফ্লোরেন্সের চ্যান্সেলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মারা যান প্রায় কাজের টেবিলে মাথা রেখে)। বলা যায়, পৃষ্ঠপোষকের সভা, প্রশাসনিক চেয়ার, পাঠাগার, বক্তৃতার মঞ্চ ও শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল তাদের কর্মজগৎ। বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে তিনি সেই সীমা ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন সত্যিকার কাজের জগতে। বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য হন্যে হয়ে ঘোরা, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন, সংস্কৃত যন্ত্র, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি খোলা, পুস্তক - ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন - ইতালীয় রেনেসাঁস এ ধরনের কর্মোদ্যোগী হিউম্যানিস্ট দেখেনি বললেও হয়। এই প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী বিদ্যাসাগরের সাফল্যের কথা একটু বলা আবশ্যক। ইতালিতে মানি - ইকোনমির যুগ শুরু হওয়ায় হিউম্যানিস্টরা অর্থ - সচেতন হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের প্রায় সকলেই ছিলেন পৃষ্ঠপোষক নির্ভর ও পরাশ্রয়ী। বিদ্যাসাগরের মতো বাণিজ্যিক স্বনির্ভরতার দিকে তাদের

হিউম্যানিস্টরা অগ্রসর হননি (বণিকদের কথা আলাদ)

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর বইয়ের ব্যবসায়ে নামেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হিসাবে তিনি ১৮৫৬ - ৫৭ সালে বেতন পেতেন মাসিক ৫০০ টাকা। তখন বইয়ের ব্যবসায়ে তাঁর গড় মাসিক আয় ছিল ৪০০০ থেকে ৫০০০ টাকা।[৮] তাঁর এই বাণিজ্যিক সাফল্যের বৃত্তান্ত কেউ কেউ ঈষৎ কটাক্ষমিশ্রিত ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।[৯] সরকারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় বিদ্যাসাগর যে ৫০০ টাকার চাকরি (যখন ১৬ টাকা ভরি সোনা) ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন তার রহস্য নিহিত ছিল এই ব্যবসায়িক সাফল্যের মধ্যে। এতো যে তিনি দান করলেন প্রচুর উপার্জন না করলে কোথা থেকে করতেন? বিদ্যাসাগর চাকরি ছেড়ে দিলে রসময় দত্ত বলেছিলেন বিদ্যাসাগর খাবে কী? তদুত্তরে তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'রসময় দত্তকে বোলো, বিদ্যাসাগর আলু পটল বেচে খাবে।' এ কথা বলার সাহস ইতালির হিউম্যানিস্টদের ছিল না। এরিস্তো নামে এক খ্যাতনামা সাহিত্যিক তাঁর পেট্রন কার্ডিনাল ইপ্পোলিত্তোর ব্যবহারে খুবই ক্ষুণ্ণ ছিলেন। বাইরে তিনি বলতেন, 'তুমি আমাকে বছরে পঁচিশ এস্কুদো (মুদ্রা) করে দাও বলে বারবার খোঁটা দাও তুমি মনে কর আমি তোমার শৃঙ্খলাবদ্ধ দাস, তোমাকে জো হুজুর করে চলবো।[১০] কিন্তু মজার কথা হচ্ছে পৃষ্ঠপোষকতা হারানোর ভয়ে এরিস্তো এই তিক্ত মনোভাব গোপন করে বছরের পর বছর তাঁর অধীনে কাজ করে গেছেন। পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে পারতপক্ষে কোনো সংঘাতে যাননি। কেননা 'রসময় দত্তকে বোলো, বিদ্যেসাগর আলু পটল বেচে খাবে')একথা বলার স্বাধীন অর্থনৈতিক ভিত্তি এরিস্তোদের ছিল না। সুতরাং বাণিজ্যিক স্বনির্ভরতার দিক থেকে বিদ্যাসাগর ইতালীয় হিউম্যানিস্টদের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন বলা যায়।

।।পরাধীন ভারতের স্বাধীন মানুষ।।

ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে এদেশে রেনেসাঁস হয়েছিল। সুতরাং সেই অর্থে স্বাধীনচিত্ততার বিকাশ এখানে সম্ভব নয়। আপোস, দালালি বা দাসত্ব এদেশে হিউম্যানিস্টদের নিদান। বিদ্যাসাগর এর বাইরে যাবে কি করে? এইরকম একটি সরল তত্ত্বের ছকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের একরকম বিচার চালু আছে। স্বাধীন দেশের পরাধীন মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে এখন আমাদের যেন মনে হয় পরাধীন দেশে স্বাধীন মানুষের সংখ্যা বোধহয় বেশিই ছিল। যাক্ সে প্রসঙ্গ। এখন আসি স্বাধীন দেশ ইতালির হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে পরাধীন দেশের হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরের স্বাধীনচিত্ততার তৌলন আলোচনায়। ইতালির হিউম্যানিস্টদের ব্যাপার -স্যাপার সম্পর্কে যাঁদের ন্যূনতম ধারণা আছে তাঁরা জানেন তাঁরা ছিলেন একান্তভাবে পৃষ্ঠপোষক - সেবিত জীব। রাজন্যক, পোপ, ধনিক - বণিকদের উপগ্রহে পরিণত হয়েছিলেন তাঁরা। কাব্যে যাঁরা মুক্তির জয়গান করেছেন তাঁরা সন্ত্রাসবাদীর দাসত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পের্ত্রাকার কথাই ধরা যাক। ১৪৫৩ সালে ফ্লোরেন্সে অধ্যাপনার পদ ও মিলানের সন্ত্রাসবাদী রাজন্যক ভিসকন্তির সভাসদ পদ শূন্য হলে অধিক অর্থকারী বলে তিনি অত্যাচারী দাসত্বই গ্রহণ করেছিলেন। একজন লিখেছেন, 'ho sung for freedom, Became the slave of a Tyrant', অতঃপর - চার্লস চতুর্থ যখন ইতালিতে সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য অগ্রসর হন তখন ভিসকন্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পেত্রার্কা তাকেঅভ্যর্থনা জানান এই ভাষায়, ' you are no longer the king of Bohemia, But king of Globe, Roman Emperor, true caesar'.[১১] বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে সিপাহিবিদ্রোহ দমনকারী সরকারী সৈন্যবাহিনীকে কেন তাঁর কলেজে থাকতে দিয়েছিলেন এই অভিযোগে ব্রিটিশের দালাল জ্ঞানে আমরা তার মূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ করেছি;[১২] জানবার চেষ্টা করিনি এনিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কি ধরনের চিঠি চালাচালি হয়েছিল? বা সরকারি চালিত একটি প্রতিষ্ঠানের বাড়িঘর সরকার কোনো কারমে অধিগ্রহণ করতে চাইলে অধ্যক্ষের কতটুকু কি করার থাকে? এখনতো দেখি কলেজ-বাড়ি অধিগ্রহণের ব্যাপারে এস. ডি. বা বি. ডি. ও. -র মতো সরকারী আমলার একটি দুলাইনের নির্দেশের কাছে বাঘা বাঘা অধ্যক্ষরা কিরকম অসহায় হয়ে যান। স্বাধীনচিত্ততা ও আত্মমর্যাদার দিক থেকে বিদ্যাসাগরের ধারে কাছে আসতে পারেন এমন হিউম্যানিস্ট বা শিল্পী ইতালির রেনেসাঁসে জন্মাননি। মার্শাল , হ্যালিডে, গর্ডন ইয়ং, প্রমুখ রাজপুরুষরা বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী ছিলেন। একথা সত্যি, কিন্তু তিনি কখনো পরোপজীবীতে পরিণত হননি। যখনই তাঁর স্বাধীনচিন্তা ও কর্মপ্রবাহে বাধা পড়েছে তখনই তিনি সংঘাতে যেতে ইতস্তত করেননি। দেশে এমন লাটসাহেব ছিল না যার নাকে তিনি টক করে তাঁর বিখ্যাত তালতলার চটি মারতে না পারতেন। তাঁর স্বাধীনচিত্ততার উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু তাঁর একটা চিঠির কথা উল্লেখ করবো। কর্মহীন ও আর্থিক দিক থেকে কিছুটা বিপর্যস্ত বিদ্যাসাগরকে বিডন প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত - অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে বিদ্যাসাগর এই চিঠিটা লিখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, যদিও চাকরির প্রয়োজন তাঁর অত্যন্তিক তথাপি ইয়োরোপীয় অধ্যাপকের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হলে তাঁর পক্ষে সে চাকরি নেওয়াসম্ভব নয়। (But I must say candidly that not with standing the serious nature of the difficulties I am in, my vanity would not permit me to serve if the salary which European professors of the institution, is not allowed to me'…) [১৩] এই স্বাধীনচেতা আত্মমর্যাদাবোধ কোথায় সেখানে? স্বার্থের প্রশ্নে ইতালির হিউম্যানিস্টরা সমঝোতা করেই চলতেন। হিউম্যানিস্টলরেঞ্জো ভাল্লা রাজা হিউম্যানিস্ট' হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু পোপ যেই তাকে 'রোমান কিওরিয়াতে' ডেকে পাঠালেন, অমনি ভাল্লা তার লড়াই শিকেয় তুলে রোমে গিয়ে চ্যান্সেলর পদে জাঁকিয়ে বসলেন। বললেন, 'আসলে যুক্তি নয় বিশ্বাসের জোরে আমাদের থাকা'। ইতালির হিউম্যানিস্টরা ছিলেন আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য ও মর্যাদার কাঙাল। চরিত্রগতভাবে তাঁরা ছিলেন তোষামুদে ও সুবিদাবাদী। রেনেসাঁসের বিশিষ্ট 'জেন্টলম্যান' হিসাবে খ্যাত কাস্তিলিওনের 'কোর্টিয়ার' গ্রন্থে পাওয়া যায় এই তোষামোদ - বৃত্তির শিল্পিত রূপ। অত্তাভিয়ানো নামে এক সভাসদ যেখানে স্পষ্টই বলছে, 'আমাদের যা মনে হয়, বা বলতে ইচ্ছা হয় তা যদি আমি বলি আমি জানি পেট্রনের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে আমি বঞ্চিত হব। সুতরাং ...' বিদ্যাসাগরের পক্ষে ভাল্লার মতো সুবিদাবাদী 'ক্রিটিক্যাল - ম্যান' বা অত্তাভিয়ানোর মতো হিসেবি ভদ্রলোক হওয়া সম্ভব ছিলনা।

।।অ-বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী।।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের এলিটদের সম্পর্কে পরিষ্কার একটি অভিযোগ আছে - 'The elite in our renaissance were gulf apart from the common masses of our people and lived in a world of their own.'[১৪] বিদ্যাসাগরও তার বাইরে নন। সাহেব-সুবো রাজা-রাজড়াদের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম, ভদ্রলোকদের সমস্যা নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন তিনি। বঙ্গীয় রেনেসাঁস ছিল ওপরতলারই সংস্কৃতি, জন-সাধারণের সঙ্গে সেখানেও তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, তাহলে তাঁরা একটু নীরব থাকতে পারতেন। ইতালির শিল্পী ও হিউম্যানিস্টরা অনেকেই অত্যন্ত খারাপ অবস্থা থেকে উঠে এসেছিলেন। বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট ও কবি পলিডিয়ানোর জবানবন্দীতে ধরা পড়েছে তার চিত্র। তিনি লিখেছেন রাজন্যক লরেঞ্জো দ্য মেদিচি তাঁকে তুলে এনেছেন 'from the obscure and humble station where my birth placed me, to that degree or dignity and distinction I now enjoy, with no other recommendation than my literary ability'.[১৫] সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজে জন্মপরিচয় নির্ধারণ করে দেয় একটি মানুষের ভূত - ভবিষ্যৎ। ইতালিতে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের উদয় লগ্নে ভেঙে যেতে থাকে সেই ছক-বাঁধা কাঠামো। বিদ্যা ও যোগ্যতার অবাধ কর্ষণে তখন অনেকেই সমাজের নিম্নতল থেকে উঠে আসেন নবোদ্ভূত ধনিক - বণিকদের ঘনিষ্ঠ বলয়ে। মুচির ছেলে আরেতিনো হয়ে যান জাঁদরেল সাহিত্যিক, কৃষক রমণীর কুমারী জীবনের সন্তান লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি হয়ে যায় 'প্রিন্স অব আর্ট'; প্রায় নিঃস্ব ও অজ্ঞাত কুলশীল নিকলো নিক্কলি হয়ে ওঠেন ফ্লোরেন্সের ভাগ্যবিধাতা কোসিমো দ্য মেদিচির প্রিয়পাত্র। সমাজের নিম্নতল থেকে তাদের উঠে আসাটা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি বৃহত্তর সমাজ জীবন থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। সম্মান, স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের রাজমহলে প্রবেশ করে এঁরা প্রায়শই ভুলে গিয়েচিলেন- যে সমাজ বা যে স্তর থেকে উঠে এসেছিলেন তার কথা। সেখানে বুদ্ধিজীবীদের এই বিচ্ছিন্নতার ব্যাধিটি রেনেসাঁসের বিদগ্ধ ভাষ্যকারদের চোখ এড়ায়নি। রেনেসাঁস নিয়ে সাতখণ্ড বই লিখেছেন যে সাইমণ্ডস, তিনি লিখছেন, ' It was one of the inevitable drawbacks of Humanism that the new culture separated men of letters from the nation… scholarship was left in mournful isolation.'

ইতালির বহুশিল্পী ও হিউম্যানিস্টদের মতো বিদ্যাসাগরও একঅর্থে উঠে এসেছিলেন সমাজের নিম্নতল থেকেই। বীরসিংহগ্রামের অতি দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। মাত্র ৮ বছর বয়সে প্রায় ৪০ কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে তিনি কলকাতায় ঢুকেছিলেন। কী কষ্টে তাঁর ছাত্র জীবন কেটেছিল তা আমাদের জানা। বিদ্যাবুদ্ধির দৌলতে তিনিই একদিন হয়ে উঠলেন কলকাতার বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তিনি কিন্তু উপার্জন ও মর্যাদার রংমহলে প্রবেশ করে ভুলে যাননি তার পরিবার পরিজন, প্রতিবেশী গ্রাম ও সমাজের কথা। বিদ্যাসাগর তাঁর ৩৭ বৎসরব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের বীরত্বপূর্ণ কর্মসূচির ফিতে কেটেছিলেন তাঁর নিজের গ্রাম বীরসিংহে ১৮৫৩ সালে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। বীরসিংহে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও তিনি স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে প্রতিমাসেতাঁর গ্রামস্থিত ভাই শম্ভুচন্দ্রের কাছে বিভিন্নজনের কাছে বন্টনের জন্য যেত ৫৮৩ টাকা। বাড়ির খরচ বাবদ ২১৮ টাকা; স্বসম্পর্কীয় মাসোহারা ৬৮ টাকা (এই টাকা ১৯ জনকে দেওয়া হত), গ্রামস্থ মাসোহারা ৫৫ টাকা, স্কুলের জন্য ২২০ টাকা, ডাক্তারখানা ২২ টাকা।[১৬] কোনো ইতালীয় হিউম্যানিস্ট তাঁর পরিবার পরিজন ও গ্রামের জন্য এতখানি করেছিলেন বলে ইতালীয় রেনেসাঁসের সন্ধিৎসু গবেষকরা আমাদের জানাতে পারেন নি। আত্মোন্নতির জন্য তাঁরা যতটা সচেষ্ট ও সক্রিয় ছিলেন সামাজিক কর্তব্য বোধের তাগিদে সে তুলনায় কিছু করেননি। রাফালের বা টিশিয়ানের উপায় - উপার্জন ও আভিজাতিক জীবনযাত্রা কেমন ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাচ্ছি, কিন্তু মানব হিতৈষণামূলক কোনোরকম

সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করেছিলেন কিনা তার কোনো হদিশ নেই। পোগ্গিও নামে এক খ্যাতনানা হিউম্যানিস্ট প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে ৬০০ ফ্লোরিন পণ নিয়ে ঈজ্জিয়া নামে এক অষ্টাদশী সুন্দরীকে বিয়েকরে সুখে ঘরকন্না করতে থাকেন কিন্তু প্রাক্ বিবাহ পর্বে যে মিস্ট্রেসের সঙ্গে তিনি ছিলেন, তাঁদের যৌথ জীবনের পুত্রকন্যার সংখ্যাছিল ১৪।[৯] সেই মিসট্রেসের প্রতি সুবিচার অবিচারের প্রশ্ন সুপণ্ডিত পোগ্গিওর বিবাহিত জীবনে কোনো বিবেক দংশন এনেছিল কিনা তা জানা যায় না। মহিলাদের দুঃখে যাঁর অন্তঃকরণ সর্বদা আর্দ্র থাকত সেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইতালির এইসব স্বার্থসেবী, ভোগী ও সুবিধাবাদী হিউম্যানিস্টদের চরিত্রগত তুলনাই চলতে পারে না। পুস্তক - ব্যাবসায়ে যাঁর এক সময়ের মাসিক উপার্জন ছিল ৪০০০থেকে৫০০০ টাকা তিনি অনায়াসেই টিসিয়ান যে ধরনের রাজপ্রাসাদের মতো অট্টালিকায় থাকতেন, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যেরকমফারের কোট পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, ফাইলেলফো যেরকম অমিতব্যয়ী উচ্ছৃঙ্খল উপভোগপূর্ণ জীবন যাপন করতেন, আরেতিনো যেরকম সোনার লকেট ঝুলিয়ে রাজকন্যাদের সভায় প্রবেশ করতেন, বা পোগ্গিও যেরকম তাঁর সম্পাদিত পুঁথি বিক্রি করে ভালদানোতে ভিলা ক্রয় করেছিলেন বিদ্যাসাগর সবই করতে পারতেন। বিদ্যাসাগরের পোশাক - আশাক, জীবন-যাপন ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ কোনো এক সময়ে তাঁর ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। কীসের জন্য ঋণ? বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সমাজ - হিতৈষণামূলক কর্মের জন্য তিনি যে সময়, শ্রম, পাণ্ডিত্য ও বিত্ত দান করেছিলেন তদনুরূপ কোনোসমাজহিতৈষীর সাক্ষাৎ ইতালীয় রেনেসাঁস ঢুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের সেই অর্থে কোনো সামাজিক চরিত্রই ছিল না - তাঁরা ছিলেন সমাজবিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক মানুষ মাত্র। অন্যপক্ষে বিদ্যাসাগর ছিলেন সমাজের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সমাজের সাধারণ মানুষ, না, উচ্চবিত্তের অভিজাত রাজা রাজাড়া বা সাহেব সুবো কাদের তিনি স্বজন বলে মনে করতেন, তার বহু প্রমাণ তাঁর জীবনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। আমরা শুধু একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। একদিন ঘোড়ার গাড়ি করে যেতে যেতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর দেখলেন বিদ্যাসাগর খালি গায়ে একটি খোলার দোকানে বসে দোকানদারের সঙ্গে জমিয়ে গল্প গুজব করছেন। মহারাজা গাড়ি থেকে নেমে এসে তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'আপনাকে আমরা এতো সম্মান করি, এই খোলার ঘরে বসে এদের সঙ্গে বসে বসে তামাক খাওয়া ভালো দেখায় না।' বিদ্যাসাগর তদুত্তরে বললেন, 'তা কি করবো বলুন, আপনাদের মতো রাজা রাজাড়াদের নিয়ে তো আমাদের দিন চলে না। তেলটা নুনটা কিনতে এদের কাছেই আসতে হয়। তা যদি বলেন না হয় এখন থেকে আপনাদের ওখানে যাব না। আপনাদের ছাড়তে পারি, এদের তো ছাড়তে পারি না।'[১০] সাধারণ মানুষ ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি বলেই তিনি একথা বলতে পেরেছিলেন। কোনো ইতালীয় হিউম্যানিস্টের সাধ্য ছিল না পেট্রনপর্যায়ের কোনো রাজন্যকের মুখের উপর একথা বলার। কেননা রাজা রাজড়াদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনেই তাঁরা ছিলেন বিগলিতপ্রাণ।

।। সেকুলার হিউম্যানিজম।।

মানব - সংস্কৃতির ইতিহাসে রেনেসাঁসের অন্যতম দিক ধর্মশাসিত মধ্যযুগীয় চার্চতন্ত্রের হাত থেকে জীবনকে উদ্ধার করা। এ কাজটা দর্শনগত ভাবে করেছিলেন ইউম্যানিস্টরা। ইংরাজিতে যাকে বলে 'সেকুলার হিউম্যানিজম', তার জন্ম হয়েছিল ইতালীয় রেনেসাঁসে।বিখ্যাত প্লেটোবিদ ফিফকিনো বললেন, 'বিশ্বজগতের প্রাণকেন্দ্রে মানুষের স্থান।' আলবের্তি বললেন, 'মানুষ পারেনা এমন কিছু নেই।' পিকো দেল্লা মিরানদেল্লো বললেন, 'মানুষ প্রাণীজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইচ্ছা শক্তির জোরে সে নিজেকে অভীষ্ট পথে পরিচালনা করতে পারে।' ইতালীয় রেনেসাঁসে সূচিত এই মানবতান্ত্রিক - দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্বীকার করেও বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারা সে সময় খুব সমৃদ্ধ ছিল না। ইতালির হিউম্যানিস্টরা চার্চ বা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করেননি। পেত্রার্কা থেকে এরাজমুস সকলেই ছিলেন গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী। পেত্রার্কা ক্লাসিক্যাল বিদ্যার দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইতালির মুখ, সেজন্য তাকে বলা হয় 'ক্লাসিক্যাল হিউম্যানিজমে'র প্রবক্তা। হিউম্যানিজমের আন্দোলন যখন এরাজমুসে এসে পৌঁছোয় তখন দেখা যায় তা 'ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিজমে' রূপান্তরিত হয়ে গেছে। 'প্রিন্স অভ হিউম্যানিটিস' নামে খ্যাত এরাজমুস এতদূর ধার্মিক ছিলেন যে বলা হয় - 'Erasmus laid the egg and Luther hatched it'.[১১] ধর্মনেতা লুথারের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব খুব বেশি ছিলনা। হিউম্যানিস্ট এরাজমুসের সঙ্গে রিফর্মেশনের প্রবক্তা মার্টিন লুথারের বিতর্ক ইতিহাস খ্যাত। কিন্তু সে বিতর্ক ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মের নয়, এক ধরনের ধর্মচিন্তার সঙ্গে আরেক ধরনের ধর্মচিন্তার। এরাজমুস চেয়েছিলেন রিফর্মেশন হোক রোম ও পোপকে বজায় রেখে ক্যাথলিক পথে; লুথার ধর্ম - সংস্কারের পথে এগোতে চান রোম ও পোপকে বাদ দিয়ে। শুধু এরাজমুস নন সালুতাতি, ব্রুণি, ভাল্লা, টমাস মোরে, ফিকিনো, পিকো সকলেই ছিলেন ঈশ্বরবিশ্বাসী। পেত্রার্কাও তার বাইরে নন। ১৩৪১ সালের ৮ই এপ্রিল রোমে রাজকবি হিসাবে পেত্রার্কাকে রাজকীয় অভিষেক জানানো হয়। সেই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের পর পেত্রার্কা প্রথম যেখানে গেলেন সেটি সেন্ট - পিটার ব্যাসিলিকা। পেত্রার্কা লিখেছেন, 'সেখানে গিয়ে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমি তাঁর প্রতিমূর্তির সামনে আমার সম্মান - মাল্যটি টাঙিয়ে রাখলাম।'[১২]

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হবার জন্য বা পরে - কালীঘাটে বা কোনো মাচানবাবার কাছে গিয়ে বিশেষ পূজো-টুজো দিয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। মন্দির, পুরোহিত, ঈশ্বর বা ধর্ম - টর্ম সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের যেটুকু প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে তাকে সঠিক অর্থেই 'সেকুলার হিউম্যানিস্ট' বলা চলে। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাবে' তিনি লিখেছেন, 'হা ধর্ম তোমার মর্ম বুঝা ভার, কিসে তোমার রক্ষা হয় আর কিসে তোমার লোপ হয় তা তুমিই জানো।' তিনি বলতেন, 'ধর্ম যে কী তা মানুষের বর্তমান অবস্থার জানার উপায় নেই, জানার কোনও দরকার নেই।' ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে কিছু বলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে রসিকতা করে বলেছিলেন, 'যে জিনিস নিজে বুঝি না তা অপরকে বোঝাতে গিয়ে কি যমদূতের কাছে বেত খাবো? কাশীতে পিতা ঠাকুরদাসকে দেখতে গিয়ে বিশ্বনাথ দর্শনে তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি।[১৩] ইদানীং কোনো কোনো গবেষক তাঁর ভগবদ্ বিশ্বাস নিয়ে 'এঁড়ে গরু না টেনে দো' ধরনের নিবন্ধ লিখেছেন।[১৪] পরিহাসপ্রিয় বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে এ নিয়ে বেশ জমাটি রসিকতা করতে পারতেন। একজন রামকৃষ্ণ অনুরাগী সমালোচক আবার বলেছেন, ঈশ্বর প্রীতির পরিবর্তে মনুষ্য প্রীতির জন্যই তাঁর জীবন ট্র্যাজিক ও বিষময় হয়ে উঠেছিল। মানুষের পরিবর্তে ঈস্ফরে বিশ্বাস রাখলে এই ট্রাজেডি থেকে তিনি রক্ষা পেতে পারতেন, তার জীবনও মধুময় হতে পারত।[১৫] মোহগ্রস্থ সমালোচকের এই জাতীয় বক্তব্য প্রতিবাদেরও অযোগ্য। মানুষের প্রতি নির্ভেজাল ভালোবাসা ও ঈশ্বরের পরিবর্তে মানুষকে তাঁর জীবনবাদী কর্মমুখী দর্শনের কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা) রেনেসাঁসের এই মর্মসত্যটি বিদ্যাসাগরের চরিত্রে ও কর্মকাণ্ডে যেভাবে ফুটে উঠেছে ইতালীয় রেনেসাঁসে তার সমতুল্য কোনো হিউম্যানিস্টের দেখা মেলে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন, /ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁর অজেয় পৌরুষ তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।'[১৬] ইতালির হিউম্যানিস্টদের মধ্যে একদল ছিলেন খ্রিষ্টগত প্রাণ (মোরে, এরাজমুস প্রমুখ), অন্যদল ধর্মীয় শিথিলতার সুযোগে যাপন করতেন বিবেকহীন উপভোগবাদী জীবন (ফাইলেলফো, পোগ্গিও প্রমুখ)। আধ্যাত্মিকতা ও ভোগবাদের মোহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত স্বাধীন ও স্বনির্ভর সেই ভারসম হিউম্যানিস্ট ইতালিতে কোথায় - যেমন ছিলেন বিদ্যাসাগর?

।।ক্লাসিক্যাল পৌরুষ।।

ইতালীয় রেনেসাঁসে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস ও কমনীয়তার উপর এসে পড়েছিল প্যাগান - পৌরুষের অভিঘাত। কিন্তু তার চিত্রকলার সাক্ষ্য মেনে বলা যায় শক্তি নয়, সেখানে জয়যুক্ত হয়েছে সৌন্দর্য। এজন্যে কেউ কেউ রেনেসাঁসের সংস্কৃতিকে 'ফেমিনিন কালচার' নামেওঅভিহিত করেছেন। মেকিয়াভেলি তাঁর রাজনৈতিক প্রস্তাবে এই ধরনের পৌরুষহীন জীবনধারার প্রতিবাদ করেন।[১৭] বস্তুতপক্ষে গ্রীকসভ্যতায় যে প্রকাশ ঘটেছিল অপরিমিত শক্তির, রেনেসাঁসের সংস্কৃতিতে সে জায়গায় এসেছিল সৌন্দর্যবিলসিত কমনীয়তা। বিদ্যাসাগরের চরিত্রের কথা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয়, তার মধ্যে এসে মিলেছিল যেমন কুসুম কোমল হৃদয়, তেমনি ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছিল বলিষ্ঠ পৌরুষ। নবযুগের কবি মাইকেল 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণের মধ্যে রূপায়িত করেছেন প্যাগান - পৌরুষকে - 'যে অটল দম্ভ সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতে হার মানিতে চাহে না,' তাঁর রাবণ সেই চরিত্র।[১৮] মাইকেল কি সেই অজেয় পৌরুষটিকে তাঁর চোখের সামনেই ধুতি - উড়ুনি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখেননি? রেনেসাঁসের স্থাপত্যকর্মগুলিকে যে ভাষায় প্রশংসা করাহয়েছে 'classical simplicity and massive strength'[১৯] রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ণে প্রায় সেই ভাষাই ব্যবহার করেছেন- 'সরল সবল অটল মাহাত্ম্য'। ব্রুনেলেস্কি নির্মিত বিখ্যাত ফ্লোরেন্সগস্ফুজ বা রেনেসাঁসের স্থপতিদের নির্মিত সেন্ট-পিটর গির্জায় যে 'simplicity and massive strength' সঞ্চারিত হয়েছিল তৎকালীন কোনো হিউম্যানিস্টের চরিত্রে তার সমতা সুদুর্লভ। বিদ্যাসাগরের মধ্যে দুটি ধ্রুপদীগুণই কিন্তু পরস্পর স্পর্ধিত রূপে দেখা যায়। তাঁর পোশাক - আশাক, জীবন - যাপন ছিল সহজ - স রল এবং তাঁর চবিত্রে ঘনীভূত হয়েছিল বজ্রকঠিন পৌরুষ। এছাড়া ধ্রুপদী চরিত্রে থাকে শৃঙ্খলার অুটট বন্ধন। বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণপরিচয়' থেকে শেষ উইল সর্বত্র আছে সেই অটুট শৃঙ্খলার পরিচয়। একই চরিত্রে এই ধরনের সবল সরলতা, ক্লাসিক্যাল পৌরুষ ও অটুট শৃঙ্খলার পরিচয় ইতালির হিউম্যানিস্টদের মধ্যে বাস্তবিকই সুদুর্লভ।

।।অনন্য হিউম্যানিস্ট।।

রেনেসাঁসের যুগটিকে এঙ্গেলস অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এই ভাষায়) 'আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব, এ যুগের প্রয়োজন ছিল অসাধারণ মানুষের

এবং তার সৃষ্টিও হয়েছিল - যাঁরা ছিলেন চিন্তাশক্তি, নিষ্ঠা, চরিত্র, সার্বজনীনতা এবং বিদ্যায় অসাধারণ।' বুর্খহার্ডট তাঁর রেনেসাঁস সংক্রান্ত বিখ্যাত গ্রন্থে রেনেসাঁসকে বক্তিপ্রতিভার বিস্ফোরণের যুগ হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন। রেনেসাঁসে দেখা দেয় 'অনন্যমানুষ'। বিদ্যাসাগর রেনেসাঁসের সেই 'অনন্যমানুষ'। কিন্তু সর্বঅর্থেই তিনি ছাড়িয়ে গেছেন ইতালীয় রেনেসাঁসের নতুন ধরনের পাণ্ডিত্য; অষ্টাদশ শতাব্দীর ইওরোপে বিকশিত বুর্জোয়া- লিবারালিজমের সমাজ মনস্কতা; এবং বাঙালি মায়ের হৃদয় - ' heart of a Bengali mother. ' ইতালির হিউম্যানিস্টরা গ্রীক সভ্যতার উপভোগময় জীবনবাদকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তার পৌরুষকে নয়; বিদ্যাচর্চাকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন আত্মোন্নতির উপায় হিসাবে। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের সেই উদয় লগ্নে বুর্জোয়া-লিবারালিজমের সমাজ মনস্কতা তখনও অবিকশিত। বিদ্যাসাগরে কিন্তু সেই উদারনৈতিক সমাজ-হিতৈষণা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। উপরন্তু এর সঙ্গে মিলেছিল বাঙালি মায়ের কুসুমকোমল হৃদয়। মানুষের জন্য এমন দরদভরা হৃদয় ইতালীয় রেনেসাঁসে মেলে না। 'not only vidyasagara but karunasagara also', তাঁর দরদি হৃদয়ের অজস্র কাহিনি মিথে পরিণত। একদিন হাইকোর্টের উকিল শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞসা করলেন - 'কেমন আছেন? কার্মাটারে গিয়ে ভালো থাকেন কিনা?' বিদ্যাসাগর মাথা নেড়ে বললেন - 'না'। 'না কেন'? বিদ্যাসাগরবললেন - 'কার্মাটারে একসের চালের ভাত, আধসের অড়হর ডাল, আধসের আলু আর একসের মাংস যে আনায়াসে খেতে পারে, তাকে আজকাল পোয়াটাক ভুট্টার ছাতু খেয়ে থাকতে হয়, সাঁওতালরা না খেতে পয়ে মারা যাবে দেখব, একি সইতে পারি। বিদ্যাসাগর আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মানুষের জন্য এই অপরিমিত দরদভরা হৃদয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের ছিল না। ইতালীয় রেনেসাঁসের সমস্ত হিউম্যানিস্টদের হিতকারী - হৃদয় একসঙ্গে করলেও কি এর সমতুল হবে?

।।পাদটীকা।।

১. J. Burckhardt. The civilization of the Renaissance in Italy
২. Paul F. Grendler – Schooling in Renaissance Italy, LITERARY & Learning 1300-1600.
৩. L. Valla; Elegantiac Lingue Latinae (1440)
৪. W. H. Woodward, Vitlirino De Eeltre and other Huminist Educations, - Cambridge – 1918.
৫. W. Rospigtion, Water in the Italian Renaissance Landon – 1978.
৬. C. E. Buckland, Bengal Under the Lientenant Governors, - 1976
৭. পরমেশ্বর ভট্টাচার্য্য, 'ব্যবসায়িক বিদ্যাসাগর' 'অনুষ্ঠুপ' ১৯৮৬
৮. W. Raspigtion Ibid-P-145
৯. Ibid
১০. A Guha ed "Unpublished Letters of Vidyasagar- 1971
১১. ইন্দ্র মিত্র, 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' ১৯৬৯
১২. S. Sankar, on the Bengal Renaissance 1779
১৩. J.A. Syamonds, Renaissance in Italy - 1967
১৪. ইনদ্র মিত্র তবে (পরিশিষ্ট)
১৫. W. Raspigtion. Ibid
১৬. ক্ষুদিরাম বসু, বিদ্যাসাগর স্মৃতি - ১৩৩৬
১৭. B. N. Dasgupta, Raja Rammohon Ray; The Last Phase. - 1982
১৮. W. Rospigtion. IBID
১৯. ইন্দ্র মিত্র, তদেব
২০. 'চারণ'; 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' ১৯৯৬
২১. প্রণবরঞ্জন ঘোষ; ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির মনন ও সাহিত্য - ১৩৭৫
২২. রবীন্দ্রনাথ, 'চরিত্রপূজা'
২৩. Machiavelli, Teh Prince - 1513
২৪. রবীন্দ্রনাথ; মেঘনাদবদ কাব্য'
২৫. P. Murray; The Architecture of The Italian Renaissance. 1963
২৬. F. Engels; Dialectics of Nature
২৭. শিবনারায়ণ রায় - গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়, ১৯৮১
২৮. শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য 'প্রয়াস' ১৯১০